প্রথম আলো

তারিখ ... 24 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ১ ...

সমস্যা-জর্জরিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অছাত্র ও বহিরাগতদের স্থায়ীভাবে বিতাড়িত করুন

১৯ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি *প্রথম আলোয়* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রকাশিত সরেজমিন ধারাবাহিক প্রতিবেদনগুলোতে আবাসিক হলগুলোর ছাত্রদের জীবনযাত্রার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টির এই করুণ অবস্থা কী করে সৃষ্টি হলো, কীভাবে এর উত্তরণ ঘটানো যায়, তা গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে।

ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের 'গেস্টরুম' প্রথার নামে প্রথম বর্ষের আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে নির্যাতনমূলক আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। হলগুলোর ক্যানটিনে যে মানের ও পরিমাণের খাবার পরিবেশন করা হয়, তাতে তরুণ বয়সের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব। আবাসিক হলগুলোর দখল চলে গেছে অছাত্র ও বহিরাগতদের হাতে; একক আসনের কক্ষগুলোর ৬১ শতাংশই তাঁরা দখল করে রেখেছেন। ফলে নিয়মিত ছাত্ররা বারান্দায়, সিঁড়িতে, ছাদে, ক্যানটিনের পাশে বিছানা পেতে গাদাগাদি করে যে জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন, তা এককথায় মানবেতর। পড়ার টেবিল দূরের কথা, এই ছাত্রদের ঘুমানোর জন্য চৌকি বা খাটও নেই। রেলস্টেশন, লঞ্চ টার্মিনাল কিংবা রোগী-উপচানো হাসপাতালের মেঝেতে বিপুলসংখ্যক মানুষের গাদাগাদি বসবাসের চিত্র থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর চিত্র আলাদা করা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন জাগছে, ছাত্রদের মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগই যখন নেই, তখন জাতি তাঁদের কাছে কী আশা করতে পারে? অথচ তাঁদের মা-বাবা অনেক স্বপ্ন নিয়ে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খ্যাত দেশের এই শ্রেষ্ঠ উচ্চবিদ্যাপীঠে তাঁদের পড়তে পাঠিয়েছেন।

এই অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। আবাসিক হলগুলো অবিলম্বে অছাত্র-বহিরাগতদের দখল থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রতিটি হলের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হল কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়ে নিতে হবে। ২৩ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ হলে বহিরাগত ও অছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ছয়টি কক্ষ সিলগালা করা হয়েছে, ১২ জন অছাত্রকে হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সব হলের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। এটা ভালো সূচনা। এখন সব হলেই অভিযান চালানো উচিত; অছাত্র ও বহিরাগতদের সবাইকে স্থায়ীভাবে উৎখাত করতে হবে।

ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নিয়মানুগ ছাত্র নেতৃত্ব সৃষ্টি করাও জরুরি প্রয়োজন।